

Bel: *Aegle marmelos* (L.) Corrêa; Family- Rutaceae

Bel or Bael is botanically known as *Aegle marmelos* (L.) Correea of the family Rutaceae distributed in Indomalayan region. It is considered to be one of the sacred trees of Hindus and in Sanskrit named as “Bilva” and thus used in Hindu rites. The earlier evidence of the religious importance of bael appears in the Sri Sukta of the Rigveda where it is stated that this plant is the residence of goddess Lakshmi, the deity of wealth and prosperity. Bael tree is also considered as incarnating the goddess, Sati. It is also believed that Shiva is fond of bael tree, to a point of having the trifoliolate leaves of bael is seen to symbolize his trident. Bael tree is usually planted near Hindu temples and also to have gardens earned the epithet Bilvadanda or “Bel-staffed.” Another believe is that the trifoliolate compound leaf of bael is the symbolic representratuon of three eyes of lord Shiva. It is believed that Shiva is fond of bael tree and the fruits and leaves are used in the worship of Lord Shiva. Since prehistoric times in India the Bilva is considered as a sacred with Lord Shiva. In the Sanskrit scripture, “Shiva Purana”, it is stated that Bilva is the manifestation of Shiva himself. In Hindu mythology it is in the highest position and there are several stories associated with Bilva. The trifoliolate compound leaf signifies three functions of Shiva as creation, preservation and destruction. It is also believed that by offering of the trifoliolate leaves to worship Lord Shiva is effective by the removing of all the sins of three births and the prayer will be considered as successful.

In ancient Sanskrit scripture, “Banihipurana”, it is said that Lakshmi, the Hindu goddess of wealth has born as a holy cow and from her dug the bilva tree grew. It is believed to bring prosperity because of the connection with goddess Lakshmi. Lakshmi, the Hindu goddess of wealth and Saraswati, the Hindu goddess of learning, were both Lord Vishnu’s spouses. Vishnu loved Saraswati more than Lakshmi. Annotated by this Lakshmi began to worship Shiva. Lakshmi was involved in Shiva meditation for a very long time, but Shiva did not appear before her. Lakshmi became the bael tree after a time and now Shiva resides in the tree. Now it is considered as advantages to offer preyers under a bilva tree and one who does it is said to become happy and successful while sitting under a Bilva tree making a bath is as good as bathing at hundreds of Hindu holy places, in the holy river the Ganges or the sacred ponds. So, Shree Vriksha, is considered as the tree of wealth and good fortune and again named as Bilva tree. In the traditional practice of the Hindu and Buddhist religion, by the people of Newar culture of Nepal the bael tree is a part of fertility ritual for girls known as the “Bel Bibaaha”. Girls are “married” to the bael fruit as long as the fruit is kept safe and never cracks, the girl can never become widowed, even if her human husband dies, this is a ritual that guarantrees the high status of widow in the Newar community as compared to other women in Nepal.

বেল বা বৈল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম এগেল মার্মিলস, এটি রুটেসী পরিবারভুক্ত এবং ইন্দোমালয় অঞ্চলে বিস্তৃত। এটি হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র গাছ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সংস্কৃতে এটির নাম বিল্ব। তাই এটি হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। বেলের ধর্মীয় গুরুত্বের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদ-এটির শ্রী সূক্ত-এ, যেখানে উল্লেখ আছে যে এই গাছই ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বাসস্থান। বেল গাছকে দেবী সতী-র অবতারও মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, শিব বেল গাছের প্রতি আসক্ত এবং এটির ত্রিফলকযুক্ত পাতা তাঁর ত্রিশূলের প্রতীক। বেল গাছ সাধারণত হিন্দু মন্দিরের পাশে এবং উদ্যানেও রোপণ করা হয়, এজন্য এটি বিল্বদণ্ড বা “বেল-দণ্ড” নামে পরিচিত। আরেকটি বিশ্বাস হলো, বেলের ত্রিফলকযুক্ত যেটা শিবের তিনটি চক্ষুর প্রতীক। তাই শিবের পূজায় এটির পাতা ও ফল ব্যবহার করা হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিল্ব গাছ শিবের সঙ্গে পবিত্রভাবে যুক্ত। সংস্কৃত গ্রন্থ শিব পুরাণ-এ বলা হয়েছে, বিল্ব গাছ শিবেরই মূর্তিমান রূপ। হিন্দু পুরাণে এটির স্থান অত্যন্ত উচ্চ, এবং বিল্বকে ঘিরে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। এটির ত্রিফলকযুক্ত যৌগিক পাতা শিবের তিনটি কার্য—সৃষ্টি, পালন ও সংহার—এটির প্রতীক। বিশ্বাস করা হয়, ত্রিফলক পাতা শিবকে নিবেদন করলে তিন জনের পাপ দূর হয় এবং মনের প্রার্থনা সফল হয়। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ বানিহি পুরাণ-এ বলা হয়েছে যে লক্ষ্মী দেবী পবিত্র গাভীর রূপে জন্ম নেন এবং তাঁর খুরের আঘাতে বেলের গাছ জন্মায়। লক্ষ্মীর সঙ্গে সংযোগ থাকায় বেল সমৃদ্ধি আনে বলে বিশ্বাস করা হয়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী—দুই দেবীই বিষ্ণুর পত্নী ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু সরস্বতীকে বেশি ভালবাসতেন। এতে অভিমান করে লক্ষ্মী শিবের উপাসনা শুরু করেন। দীর্ঘ সময় ধ্যান করলেও শিব তাঁর সামনে উপস্থিত হননি। অবশেষে লক্ষ্মী বেল গাছে রূপান্তরিত হন এবং শিব সেই গাছে অধিষ্ঠান করেন। বর্তমানে বেল গাছের নিচে প্রার্থনা করাকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। বলা হয় যে এটি করে যেকোন ব্যক্তি সে সুখী ও সফল হবেন। আবার বেল গাছের নিচে স্নান করা নাকি শতাধিক হিন্দু তীর্থক্ষেত্র, গঙ্গা নদী বা অন্যান্য পবিত্র পুকুরে স্নানের সমতুল্য। এজন্য শ্রী বৃক্ষ বা বিল্ব বৃক্ষ ধন-সম্পদ ও সৌভাগ্যের প্রতীকবৃক্ষ হিসেবে পরিচিত। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্য অনুযায়ী, নেপালের নেওয়ার সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিতে বেল গাছ কন্যাদের একটি উর্বরতা-সংক্রান্ত আচার বেল বিবাহ-এটির অংশ। এই রীতিতে কন্যারা বেল ফলের সঙ্গে প্রতীকীভাবে “বিবাহ” করেন, এবং যতক্ষণ এই ফল অটুট থাকে ও ফেটে যায় না, ততক্ষণ সেই নারী কখনো বিধবা হন না এমনকি যদি তাঁর মানব স্বামী মারা যান ঐ নারীর বৈধব্য দশা হিসেবে গণ্য করা হয় না। এই প্রথা নেওয়ার সম্প্রদায়ে বিধবাদের অন্যান্য নারীদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা নিশ্চিত করে।